পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন এএমডি ৯৫৫ এক্স৪, মাদারবোর্ড গিগাবাইট এম৬৮এমটি, র‍্যাম ডিডিআর ৩, ১৬০০ বাস ৮ গিগাবাইট, গ্রাফিক্স কার্ড এএমডি ৭৯৫০। আমি উইন্ডোজ ৮ ব্যবহার করি। পুরনো কিছু সফটওয়্যার ও গেম চালাতে পারছি না। আমার হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন এসব গেম চালানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এমনকি কিছু কিছু গেম, যেমন নিড ফর স্পিড আন্ডারগ্রাউন্ড আমি উইন্ডোজ ৭-এ চালিয়েছি, কিন্তু এখন উইন্ডোজ ৮-এ চালাতে পারছি না। এটি কী ধরনের সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় কী।

–মাসুদ, মোহাম্মদপুর

সমাধান : নিঃসন্দেহে আপনার পিসির কনফিগারেশন যথেষ্ট শক্তিশালী। এ ক্ষেত্রে আপনার পিসির হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সম্পর্কিত কোনো সমস্যা নেই। মূল সমস্যাটি সময়ের। অনেক পুরনো গেম/সফটওয়্যার অনেক আধুনিক বা শক্তিশালী পিসিতে চলে না বা চললেও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। একে বলে কম্প্যাটিবিলিটি সমস্যা। কম্প্যাটিবিলিটি সমস্যা বড় আকারে প্রথম দেখা দেয় উইন্ডোজ ভিস্তা থেকে। উইন্ডোজ ৭-এ এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু উইন্ডোজ ৮ অনেক বেশি আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম বলে এতে অনেক পুরনো সফটওয়্যার চালাতে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা হওয়ার কথা। তাই নিড ফর স্পিড সিরিজের মোস্ট ওয়ান্টেডের আগের গেমগুলো উইন্ডোজ ৮-এ চলে না। এ ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা সমাধানের কয়েক ধরনের উপায় আছে। তবে এর সবই যে সমস্যা সমাধান করবে, তা নিশ্চিতভাবে কখনও বলা যায় না। গেম বা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পর এর .exe ফাইলটির কম্প্যাটিবিলিটি পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। এজন্য ফাইলটির প্রোপার্টিজে গিয়ে কম্প্যাটিবিলিটি ট্যাবে যান। সেখান থেকে run this program in compatibility mode for: এ অপশনটি সিলেক্ট করুন। এবার নিচের ড্রপ ডাউন মেনু থেকে উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ৩ সিলেক্ট করুন। অ্যাপ্লাই করে বের হয়ে দেখুন ঠিকমতো প্রোগ্রাম রান করছে কিনা। যদি না করে, তাহলে কম্প্যাটিবিলিটি মোড উইন্ডোজ ৭-এর জন্য সিলেক্ট করে দেখুন। তাও যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি উইন্ডোজ ৮-এ রান করানো সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আপনি ভার্চুয়াল অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন। ভার্চুয়াল অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য ভার্চুয়াল বক্স, ভিএমওয়্যার, প্যারালালস বা উইন্ডোজ ভার্চুয়াল পিসি ব্যবহার করতে পারেন। এটি ইনস্টল করা থাকলে অন্যান্য সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল করা হয়, সেভাবে অপারেটিং সিস্টেমের ভেতরে আরেক অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা যাবে। সে ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ৭ বা এক্সপি ইনস্টল করে নিতে পারেন যদি পুরনো সফটওয়্যার বা গেম চালাতে চান। ভার্চুয়াল অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার হিসেবে ভার্চুয়াল বক্স এবং ভিএমওয়্যার বেশি জনপ্রিয়। আরেকটি কাজ করতে পারেন, তা হচ্ছে ডুয়াল বুটিং। ডুয়াল অপারেটিং সিস্টেম আলাদাভাবে দুটি ড্রাইভে ইনস্টল করেও আপনার সমস্যার সমাধান পেতে পারেন।

সমস্যা : আমার মূল সমস্যাটি মোবাইলের, কিন্তু পিসি দিয়ে এর সমাধান করা যায়। আমার মোবাইলের মডেল সিম্ফোনি w৩০ এবং এর অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়িড জিঞ্জারব্রেড। আমার সেটের র‍্যাম একটু কম হওয়ার জন্য বেশি অ্যাপ্লিকেশন একসাথে ব্যবহার করতে পারি না। এ ক্ষেত্রে মোবাইলের মেমরি কার্ডকে কিভাবে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা যাতে পারে? পিসি থেকে সফটওয়্যার দিয়ে এটি করা সম্ভব, কিন্তু কিভাবে তা আমি জানি না। এ ব্যাপারে সাহায্য চাই।

–পিয়াল, ধানমণ্ডি

সমাধান : জিঞ্জারব্রেড অপারেটিং সিস্টেম (অ্যান্ড্রয়িড ২.৩.*) থেকে অ্যান্ড্রয়িডের আধুনিক ভার্সন শুরু হয়েছে বলা যায়। এর আগের ভার্সনগুলো খুব একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি ছিল না। তবে জিঞ্জারব্রেডের জন্য মোবাইলের র‍্যাম খুব একটা বেশি দরকার হয় না, সাধারণত ২৫৬ মেগাবাইট দেয়া হয়। এর পরের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর জন্য যেমন আইসক্রিম স্যান্ডউইচ এবং জেলি-বিনের জন্য বেশি র‍্যামের দরকার হয়। কিন্তু র‍্যাম কম হলে একসাথে বেশি অ্যাপস চালানো যায় না। ইউজার যদি মনে করেন, র‍্যাম বাড়ানো দরকার, তাহলে মেমরি কার্ডকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আগেই বলে রাখা ভালো কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ। এটি করার জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। আনরুট প্রো এ ধরনের একটি সফটওয়্যার। আপনার ডিভাইসটিকে ইউএসবি ক্যাবল দিয়ে পিসির সাথে যুক্ত করে (ইউএসবি ডিবাগিং মোড এবং ফাইল স্টোরেজ দুটোই অন থাকতে হবে) এ সফটওয়্যার দিয়ে আপনি পচ্ছন্দমতো মেমরি কার্ডকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে এজন্য আপনার ডিভাইসটিকে প্রথমে রুট করতে হবে। কোনো মোবাইলকে রুট করার মানে হলো ডিভাইসটির সর্বোচ্চ প্রিভিলেজ জোর করে দখল করা। এটি একটু ঝুঁকিপূর্ণ, তবে এ সফটওয়্যার ব্যবহার করলে সাধারণত সমস্যা হয় না। রুট করার পর আনরুট প্রো ব্যবহার করে মেমরি কার্ডকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সিম্ফোনি w৩০ অল্প কয়েক দিন আগে বাজারে এসেছে। তাই এটি এখনও এ সফটওয়্যার দিয়ে রুট করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এটি দিয়ে না হলে অন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করা যাতে পারে।

সমস্যা : আমি ডেস্কটপ পিসির জন্য একটি স্পিকার কিনতে চাই। কিন্তু বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির স্পিকার দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোনটি কিনলে ভালো হবে। আমার বাজেট ৪ থেকে ৬ হাজার টাকা। এর মাঝে কোন স্পিকারটি কিনলে ভালো হবে তা জানাবেন? *–মাহি, তেজগাঁও*

সমাধান : বর্তমানে বাজারে অনেক ধরনের স্পিকার দেখা যায়। আপনার বাজেটে আপনি একটি ভালো দেখে ২.১ স্পিকার কিনতে পারবেন। ২.১ অর্থ হলো একটি সাবউফার এবং দুটি মিডরেঞ্জ (ছোট স্পিকার) থাকবে। স্পিকারের জন্য নামকরা কোম্পানি হলো মাইক্রোল্যাব, ক্রিয়েটিভ, অ্যালটেক ল্যান্সিং, এফঅ্যান্ডডি ইত্যাদি। এদের মাঝে ক্রিয়েটিভ এবং অ্যালটেক ল্যান্সিংয়ের সাউন্ড কোয়ালিটি বিশ্ববিখ্যাত। তবে বাংলাদেশে এগুলোর অরিজিনাল স্পিকার পাওয়াটা কঠিন। তবে এদের বেজের কোয়ালিটি ভিন্ন ধরনের। একেক জনের কাছে একেক ধরনের লাগে। তাই ভালো হয় কোনো স্পিকার কেনার আগে দোকানে একবার বাজিয়ে দেখা। তবে যেকোনো স্পিকার কেনার আগে তার স্পেসিফিকেশন দেখে নেয়া দরকার।

স্পিকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার এখানে বলা হলো। প্রথমে দেখতে হবে স্পিকারের রেঞ্জ কত। রেঞ্জ ২০ হার্টজ থেকে ২০ কিলোহার্টজ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ এটি একইসাথে মানুষের কাভের রেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, লোয়ার রেঞ্জটি যত কম হবে স্পিকারের বেজের কোয়ালিটি তত ভালো হবে। আর আপার রেঞ্জ যত বেশি হবে, স্পিকারের ট্রেবলের কোয়ালিটি তত ভালো হবে। দ্বিতীয় হলো স্পিকারের ইম্পিডেন্স। এটি যত কম হবে, স্পিকারের গঠনগত কোয়ালিটি তত ভালো হবে। এরপর স্পিকারের ওয়াট দেখা দরকার। এটি যত বেশি হবে স্পিকারটি দিয়ে তত জোরে সাউন্ড বাজানো সম্ভব। খেয়াল রাখতে হবে একটি বেশি ওয়াটের স্পিকার দিয়ে যেমন অনেক জোরে সাউন্ড বাজানো যায়, তেমনি কম ওয়াটের স্পিকার দিয়েও তা করা যায়। তবে সমস্যা হলো কম ওয়াটের স্পিকার দিয়ে জোরে সাউন্ড বাজানো হলে সাউন্ড ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্পিকারের অ্যামপ্লিফায়ার যেনো এক্সটারনাল হয়। কারণ বাজারে বেশিরভাগ স্পিকারের সাথে কোনো অ্যামপ্লিফায়ার দেয়া হয় না। এর অর্থ হলো স্পিকারগুলোর অ্যামপ্লিফায়ার সাবউফারের ভেতরে থাকে। তাই অ্যামপ্লিফায়ার যদি এক্সটারনাল হয়, তাহলে তা নষ্ট হলে যেকোনো সময় পরিবর্তন করলেই হবে। অথবা যেকোনো সময় একটি ভালো কোয়লিটির অ্যামপ্লিফায়ার লাগিয়ে নিলে সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ভালো হবে কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com